R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে মাঘ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

হাজার হাজার ছিন্নমূল পরিবারকে উৎখাতের ফতোয়া

জঙ্গিপুর, ৮ ফেব্রুয়ারী—সম্প্রতি ঢোলসহরৎ মারফৎ হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাত দিনের মধ্যে এ্যাফলেকস্ বাঁধের বাড়িঘর ভেঙে ফেলতে হবে। ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। পাথর দিয়ে এ্যাফলেকস্ বাঁধের দুই পাশ বাঁধানো হবে বলে এই ফতোয়া। এর ফলে পরিবারগুলি দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কারণ কয়েক বছর আগে তারা পদ্মার করাল গ্রাসে সবকিছু হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এই বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছিল। এখন আবার নতুন করে বাঁধ থেকে ওঠার আদেশে ওরা ভেবে পাচ্ছে না কোথায় আশ্রয় নেবে। শ্রীধরপুর রাধানগর, মুকুন্দপুর, বড়শিমুল প্রভৃতি এলাকার এই সমস্ত ছিন্নমূল পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে আগে ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক, পরে উৎখাতের ফতোয়া কার্যকর করুন—ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষের কাছে এ দাবি পৌঁছে দেওয়া সকলের কর্তব্য বলে ওরা মনে করে।

জাতীয় সড়কের ওপর মোরগ্রাম ও বল্লালপুরে দুটি সেতু মঞ্জুর

বিশেষ প্রতিনিধি, ৮ ফেব্রুয়ারী—জাতীয় সড়কের মোরগ্রাম ও বল্লালপুরে রেল লাইনের ওপর দুটি ওভার ব্রীজ ১৯৭৬-৭৭ সালের আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। জাতীয় সড়ক বিভাগ কাজ দুটি টেক আপ করেছেন। সার্ভে এবং প্ল্যানিং এর জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে এক লক্ষ টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহণ দপ্তর থেকে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর কলেজে উৎসব-অনুষ্ঠান বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েক বছর থেকে জঙ্গিপুর কলেজে বিভিন্ন রকম উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। খেলাধুলাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানও সীমিত করা হয়েছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনও দূরঅস্ত। বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে ছাত্র সংসদের বিভিন্ন খাতে টাকা আদায় অব্যাহত রয়েছে। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ জানিয়েছেন। ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ১৯৭৫ সালে কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধন করার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় কলেজের অনুষ্ঠানাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও সংসদ খাতে বেশ কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। গত দু'বছরে আরো কয়েক হাজার টাকা জমা পড়েছে। কিন্তু উদ্যোগ, উৎসাহ ও কর্তৃপক্ষের সাহায্যের অভাবে কলেজের নিয়মমাফিক নবীন-বরণ উৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের অভিযোগ ছাত্রসংসদ নির্বাচন ও সংবিধানের এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে বন্ধ রয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হবে বলে অধ্যক্ষ ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা এ ব্যাপারে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন।

মিঠিপুরে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

জঙ্গিপুর, ৮ ফেব্রুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের মিঠিপুরে একটি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এম এল এ হাবিবুর রহমানের এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা, মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকর্তা, উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক, বাস্তুকার প্রমুখ অফিসার জায়গা দেখে গিয়েছেন এবং ব্লক থেকে খসড়া প্রকল্প তৈরী করে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। মিঠিপুরে সাড়ে ছ'বিঘা খাস জমির ওপর সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরী হলে ব্লকের সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর ও গিরিয়া অঞ্চলের প্রায় ৭৫ হাজার লোক উপকৃত হবেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অচলাবস্থা

হিলোড়া, ৭ ফেব্রুয়ারী—হিলোড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ সুধাময় সেন কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে তিন মাস ধরে বাড়িতে বসে থাকায় হিলোড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র একজন নারস থাকায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর পক্ষে ডিউটি করা সম্ভব নয় বলে সব সময় তাঁকেও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দারোগা খালাস

বহরমপুর, ৭ ফেব্রুয়ারী—থানার লক-আপে ডাকাতির অভিযোগে ধৃত আসামীকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে সাগরদীঘি থানার পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার শিবপদ সাহার বিরুদ্ধে জজ কোরটে যে মামলা চলছিল, জানুয়ারী মাসের ৪ তারিখে তার নিষ্পত্তি হয়েছে। বাদী সাগরদীঘি থানার তেলাঙ্গল গ্রামের মৃত জাফর সেখের স্ত্রী তাঁর বিবৃতি সমর্থন না করায় এবং অন্যান্য সাক্ষী উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য না দেওয়ায় প্রমাণাভাবে বিচারপতি আসামী শিবপদ সাহাকে বেকসুর খালাসের আদেশ দেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মামলাটি চলছিল।

সাংবাদিক প্রহৃত

সাগরদীঘি, ৭ ফেব্রুয়ারী—'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর সংবাদদাতা কমলারঞ্জন প্রামাণিক গতকাল সন্ধ্যায় মনিগ্রামে এস এম জি আর রোডের ধারে একটি চা-এর দোকানে প্রহৃত হয়েছেন। লিখিত অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, সাগরদীঘি বিধানসভার সদস্য হাজারী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বি ডি ও-র মর্জি

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ ফেব্রুয়ারী—পূর্ব-সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন কমিটির সভায় খয়রাতি সাহায্য ও ত্রাণ-সামগ্রী বন্টনের তালিকা চূড়ান্ত হওয়া সত্ত্বেও বি ডি ও তালিকায় সই করেননি বলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা)

আমরা আপনাকে সেরা জিনিসটি দিতে চাই! তা হলো গোদরেজ আলমারী। না-না আপনি রেফ্রিজেরেটর, প্রেসার কুকার, চেয়ার, টেবিলের কথা ভাবছেন? তাও পাবেন। গোদরেজের সমস্ত প্রকার ষ্টীল ফার্ণিচার আমরা সব সময় মজুত রাখি। আপনি চাইলেই নাম-মাত্র খরচায় যে কোন জায়গায় পৌঁছে দেবো।

বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতা

ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ পোঃ বোলপুর ॥ জেলা বীরভূম
ফোন নং—বোল ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে মাঘ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল

জনতা ও জনতা

আর প্রায় দুই মাস; তাহার পর বর্তমান জনতা শাসকদলের ক্ষমতায় আসিবার বর্ষপূর্তি হইবে। এই বর্ষপূর্তিরও হয় কিছু কিছু কার্যক্রম রহিবে। বেতার ভাষণ, পত্রিকায় বিবৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে জনতা সরকারের পক্ষ হইতে জনগণকে সালতামামী শুনাইবার কর্মসূচী থাকিতে পারে। যাহা বলা হইবে তাহা ভবিষ্যতের কথা, আমরা তাহার পূর্বাভাষ দিতে পারি না। তবে ক্ষমতালাভের প্রারম্ভিক পদক্ষেপ এবং বর্তমান কার্যধারায় বিস্তর ফারাক পরিদৃশ্যমান।

একদা যে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার আশ্বাসবাণী দেশবাসী শুনিয়াছিল, রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অনাড়ম্বর জীবনযাপনের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, কার্যতঃ সেখানে ব্যত্যয় দেখা যায়। আজিও বৈভবপূর্ণ রাষ্ট্রপতি ভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য অন্যতম সুবিশাল ভবন ডুপ্লে হাউস সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে ব্যঙ্গ করে। প্রদেশে প্রদেশে রাজ্যপালের ঠাটবাট এখনও সাবেকী।

কোন মন্ত্রীর জন্মদিনে আড়ম্বর অথবা স্বতস্ফূর্ততা (জনতার) প্রকাশ পাইল কৃষকদিবস রূপে; আর তাই দূর দূর স্থান হইতে নাকি হাজার হাজার কৃষক আনা হইল ট্রাকে ও কোনও এক পরিবহণের বাসে। দরাজভাবে বিদেশ পাড়ি দিতেছেন অনেকেই; বিখ্যাত ইতিহাস-অধ্যাপক শ্রী আর, এস শর্মা ঐতিহাসিকদের সম্মেলনে বিদেশ যাইতে পারেন নাই বলিয়া শুনা যায়।

উন্নাসিক মনোভাবের ফলে কত কাণ্ডই হয়! দূরদর্শনে যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ভারত নাট্যম্ দেখানর সময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখা গিয়াছিল বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সংশ্লিষ্ট জনৈক অফিসার সাসপেণ্ড হইলেন। আর একটি দূরদর্শনে বিশ দফা কর্মসূচীর কথা থাকার জন্য নাকি প্রোগ্রাম ডাইরেকটর সাসপেণ্ড হন। '77 In Retrospect' নামে সরকারী ডকুমেন্টারী ফিল্মে তিন মাসের কথা ফিল্ম হইতে বাদ দিয়া ইতিহাসকে অস্বীকৃত করা হইল অবশেষে প্রতিবাদের জন্য ফিল্ম তুলিয়া দেওয়া হইল।

সাংবাদিক সততা সময় বিশেষে রক্ষিত হয় না। সরকারের সমাচার দপ্তর একটি পথিকৃত। শাহ কমিশনে শ্রীমতী সুভদ্রা যোশীর বক্তব্যের কিছু অংশ Black out করা হইয়াছিল কেন না তাহাতে সঞ্জয় গান্ধীর যুবক কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সঙ্গে CIA-এর যোগাযোগ সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়। প্রখ্যাত শ্রীচাগলার সরকারী সমালোচনার একটি বক্তব্য সমাচার দপ্তর প্রকাশ না করিয়া অনুমোদনের জন্য সদর দপ্তরে পাঠান হইলে উহা Times of India-তে প্রকাশের জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর একদা ঘোষণা : ভারত কোন অবস্থাতেই আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইবে না, এমন কি ধ্বংসের সম্মুখীন হইলেও না। এই ঘোষণা তাঁহার মন্ত্রিসভা বা লোকসভা অনুমোদিত হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই। গান্ধীবাদ নিষ্ঠার আত্যন্তিকতা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও ব্যাহত করিতে পারে বলিয়া ভাবা যায় না। আপনি ধ্বংস হইবার কথা গান্ধীবাদে আছে বলিয়া আমরা জানি না।

কংগ্রেসের বর্তমান আত্মঘাতী কলহ সে দলকে চরমভাবে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। জনতা দলও হয় প্রাদেশিক, না হয় সর্ব্বভারতীয় দিক দিয়া সবল এখনও নয়। এমতাবস্থায় দেশের অগ্রগতি, দেশের কল্যাণের জন্য—সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সুস্থ নাগরিক জীবনের স্থিরতার জন্য প্রবুদ্ধ জনসাধারণ যদি ভাবনায় পড়েন তাহাতে দোষ দেওয়া যায় না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়!

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর সংবাদ প্রসঙ্গে

স্বর্গীয় দাদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত জঙ্গিপুর সংবাদ এই জেলায় সে যুগে ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী সংবাদপত্র এবং বহুকাল যাবৎ বহুভাবে জনস্বার্থে কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করায় আমরা গর্ব্ব অনুভব করি। সংবাদপত্রের মত ও পথ নিয়ে রাজনৈতিক যে পার্থক্যই থাকুক না কেন ঘটনার সত্যতাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য উক্ত সংবাদপত্রকে কেচ্ছা সংবাদ আখ্যা দিয়ে জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ভুল করেছেন। জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত এই সংবাদের বিষয়ে ক্ষুদ্র আকারে মিঠেকড়া পত্রিকাতেও প্রকাশ করা হয় কিন্তু পরে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কেচ্ছা সংবাদ শীর্ষক প্রতিবাদ দেখে বিস্ময় বোধ করি। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত জঙ্গিপুর সংবাদে শ্রীসত্যনারায়ণ ভকত মহাশয়ের 'কেচ্ছা সংবাদ প্রসঙ্গে' বক্তব্য পাঠ ক'রে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকের গুরুদায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে চোখটেপাটিপির অবকাশ নেই একথা শৈলেয়ীবাবুকে তাই উপলব্ধি করার জন্য অনুরোধ জানাই।
—সম্পাদক, মিঠেকড়া সাপ্তাহিক, লালগোলা।

[সহযোগী সাপ্তাহিক মিঠেকড়া সম্পাদকের এই চিঠির সঙ্গে 'কেচ্ছা সংবাদ প্রসঙ্গে' চিঠিপত্র বন্ধ করা হল। জঙ্গিপুর সংবাদ কেচ্ছা সংবাদ নয় এই বক্তব্যের সমর্থনে আরো অনেক চিঠি আমাদের দপ্তরে এসেছে। কিন্তু আর আলোচনার প্রয়োজন না থাকায় সেগুলি প্রকাশ করা গেল না। —সঃ জঃ সঃ]

পাইকর বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

পাইকর উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব গত ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারী সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। ২২ জানুয়ারী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আবদুল বারি। প্রধান অতিথির ভাষণে ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রসারের পটভূমি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বৃটিশরা নিজেদের স্বার্থে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরেও কংগ্রেস সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদল না করে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে তাকে আরও শক্তিশালী করেছে; শিক্ষাকে সার্বিক না করে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রের যতখানি উন্নতি করা সম্ভব তা করবে। ইতিমধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে, এক হাজার নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থাপন, দশ হাজার প্রাথমিক ছাত্রদের দুপুরে টিফিন দানের ব্যবস্থা করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তিনি শিক্ষাকে মুষ্টিমেয়ের কবল হতে মুক্ত করে সার্বজনীন করার ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বলেন, তা' করা সম্ভব হলেই বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছরের প্রতীক পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বালানো সার্থক হবে।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভবেশ মৈত্র। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনের অধ্যাপিকা সন্ধ্যা মৈত্র। ২৩ জানুয়ারী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ২২ থেকে ২৬ পর্য্যন্ত পাঁচ দিনব্যাপী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী কর্তৃক এবং কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী কর্তৃক প্রতিদিন সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটকাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

পাইকারী হারে পরীক্ষা ফেলের তদন্ত দাবি

জঙ্গিপুর, ৪ ফেব্রুয়ারী—গত শনিবার এস এফ আই-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর কলেজ অধ্যক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উদ্দেশে লিখিত ওই স্মারকলিপিতে ১৯৭৭ সালের বি কম পারট ওয়ান পরীক্ষায় জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্ররা ব্যাপকভাবে অকৃতকার্য হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণ ছাত্রদের 'বলির পাঁঠা' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিমত পোষণ করা হয় এবং মারাত্মক ফলাফলের কারণ নিরূপণের জন্য তদন্তের দাবি জানানো হয়।

কংগ্রেসের ডেপুটেশন : ইন্দিরা কংগ্রেসের একদল সমর্থক ২ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে শহর পরিক্রমার পর মহকুমা শাসকের অফিসে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

আদিবাসী সাঁওতালদের জাতীয় উৎসব সোহরাই

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ / সত্যনারায়ণ ভকত

হিন্দু সমাজে যেমন ব্রাহ্মণ মাথা, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, শূদ্র পদ ; আদিবাসী সাঁওতাল সমাজেও তেমনি কিসকু রাজা, মাণ্ডি গৃহস্থ, সরেন গ্রামসিপাই, টুডু সমাজের মাদল-বাদক, হাঁসদা শিকারী, হেমব্রম কুমোর, বাস্কে মুচি। বাঙালী হিন্দু সমাজে যেমন নবশাখ (তিলি, মালাকার, তাঁতী, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা) বাদে বাকী সব অস্পৃশ্য জাতি ; আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে তেমনি বেসরা জাতি অস্পৃশ্য। বেসরারা সমাজের সবচেয়ে ছোট জাত। এদের মেয়েদের সাঁওতাল সমাজে কোন পুরুষ বিয়ে করতে চায় না। সেজন্যে বেসরা মেয়েরা পায়ে জং (ঘুঙুর) বেঁধে এ বাড়ি সে বাড়ি জীবিকার জন্য কাজ করে বেড়ায়। যদি কোন পুরুষ এদের কাউকে দেখে হ'সে তবে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হতে হয়।

হিন্দু সমাজে যেমন বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্ণের পার্থক্য রয়েছে, আদিবাসী সাঁওতাল সমাজেও তেমনি জাতিগত পার্থক্য বর্তমান। আদিবাসীরা সাঁওতাল, কোরা, কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি বর্ণে বিভক্ত। মুর্শিদাবাদ জেলায় কেবলমাত্র সাঁওতাল ও কোরা জাতি দেখতে পাওয়া যায়। জেলার ১০৭টি গ্রামে এদের বাস। এদের সমাজে বিভিন্ন রকম উৎসবের প্রচলন আছে। যেমন সোহরাই, সাঁকরাত, বাহা, মাঘশিম, পাতা, বাপলা, এরো, ছাতা, দাশাই, কারাম, সিদেকান্ত প্রভৃতি। এতগুলো উৎসবের মধ্যে 'সোহরাই' বা 'বাঁধনা' আদিবাসী সাঁওতালদের জাতীয় উৎসব। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা থানার ২নং বাহাদুরপুর অঞ্চলের বাঙলা-বিহার সীমান্ত গ্রাম বারমাসিয়ায়, সাগরদীঘি থানার চাঁদপাড়া প্রভৃতি গ্রামে সোহরাই উৎসব পালিত হয়। কোরাদের জাতীয় উৎসব অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথির কালীপুজো। সোহরাই কোরাদের জাতীয় উৎসব নয়, তবু তারা এই উৎসব পালন করে থাকে।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজকে পরিচালনার দায়িত্ব মাঝিহারাম (মোড়ল), পারানিক (সহকারী মণ্ডল), যোগমাঝি (নাপিত), গডেৎ (চৌকিদার) ও নাইকি (পুরোহিত)-এর ওপর ন্যস্ত। পৌষ মাসে ধান কাটা শেষ হলে সমাজ পরিচালকরা বটগাছ বা বেলগাছ (ওদের পবিত্র গাছ)-এর তলায় সকলকে নিয়ে বসে সোহরাই-এর দিন স্থির করেন। চারদিন ধরে উৎসব পালন করা হয়।

উৎসবের প্রথম দিন মাঠে পুজো হয়। গডেৎ পুজোর আগে প্রত্যেকের বাড়ি থেকে কিছু কিছু চাল-ডাল সংগ্রহ করেন। সেই চাল-ডাল দিয়ে মাঠে খিচুড়ি রান্না করা হয় এবং সেই খিচুড়ি দিয়ে নাইকি পুজো করেন তাঁদের আদি দেবতা পিলচু ও পিলচুহারাম-এর। আমাদের যেমন লক্ষ্মীনারায়ণ, তেমনি ওদের পিলচু-পিলচুহারাম। পিলচু স্ত্রী ও পিলচুহারাম পুরুষ। দেব-দেবীর পুজো শেষে মুরগী বলিদান হয়। তারপর হয় নাচগান। বলা বাহুল্য, নাচগানই আদিবাসীদের উৎসবের প্রধান অঙ্গ। গানেই তাদের উৎসবের মূল ভাব অন্তর্নিহিত থাকে। গান ছাড়া উৎসব যেন কল্পনাই করা যায় না। গানের স্রষ্টাও তারাই। আর নাচ? সে তো তাদের হর্ষোৎফুল্ল উত্তেজনা। এভাবে সুর ও ছন্দের লয়ে তারা উৎসবকে করে তোলে প্রাণবন্ত। একাত্ম হয় উচ্ছ্বাসের উজ্জ্বলতায়। প্রথা আদিম হলেও উৎসবে নাচ গানই হচ্ছে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য। নাচের সময় মেয়েরা মাথার খোঁপায় ফুল গোঁজে, গলায় লতাপাতার মালা পরে, পরে রং-বেরং-এর শাড়ি। পুরুষরা মাথায় পাগড়ি বাঁধে, রামপাখির পালক গোঁজে, মাদল-লাগড়া বাজায়। উৎসবের প্রথম দিন গীত হয় :

আতু পেরেচ হপন বাবা দেশ বিদেশে লে,
কামি কোদা হড়মরে বার মণ মাইলে বাবা
জমাওয়ালে।
মাঝি কোয়াং জোড়া ঝরণা জোড়া বাঁদ মেনা :
হাঁ না। দাঁদ মাইনা তোয়ালে কা,
হাঁসা মাইনা দাহি লেকা
দোসা মাইনা দুয়ে নাড় কাঁনোপে।
সানলাইট পাইবান সাবান
সাপকাতে চালাপে না মাই বার মণ
মাইলেদ তালে দারেলেকা
মাইনা ভাতুর পে।
বার মণ মাইলেদ বুহেল গিড়িপে।

বঙ্গানুবাদ : যুবক-যুবতীরা মা-বাবার কাছে আবেদন জানাচ্ছে, আমরা সারা বছর ধরে দেশ বিদেশে চাষবাসের কাজ করে এলাম। কিন্তু এই বার মাসে বার মণ ময়লা আমাদের শরীরে জমে গিয়েছে। এ ময়লাকে আজ পরবের দিনে পরিষ্কার করব কোথায়? মা ছেলেমেয়েদের বলছেন, আমাদের গ্রামের মণ্ডলের জায়গায় এক জোড়া ঝরণার জল এবং এক জোড়া বাঁধ আছে। ওই ঝরণার জল দুধের মত আর বাঁধের মাটি দই-এর মত। সানলাইট ও পাইবান সাবান হাতে করে যাও, ওই দুধের জলে স্নান কর। দই-এর মাটি দিয়ে সাবান মাখলে তাল গাছের মত লম্বা মোটা ময়লা শরীর বেরিয়ে আসবে।

আমার মনে হয় সাঁওতালরা কালো এবং স্বাস্থ্যবান বলে শেষের কথাগুলো বলা হয়েছে। 'ঝরণার জল দুধের মত আর বাঁধের মাটি দই-এর মত'— নিছক কল্পনা। অবশ্য পুরো ব্যাপারটার মধ্যে উৎসবের দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকার দিকটি নির্দেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান পুজো। এই দিন ঘরে ঘরে পুজো হয়। গানের অর্ঘ্য নিবেদিত হয় সোহরাই পরবের উদ্দেশ্যে। এদিনের গানগুলি লক্ষণীয়। স্নানের পর শুরু হয় এদিনের উৎসবের গান অথবা পুজোর উপচার :

উমিন দিনদ সহরাই অকারে
এম তাঁহে কান বাঁদ ?
বাহোর তানারে লুক্ষী সাতে
তেঁ এত তাঁহে কান যেমন।
লুক্ষীই বা কাপ কান পৌষ মাস
তি যে এন বাই বাই,
তেঁ এত তাড়াম আগুয়েৎ।

বঙ্গানুবাদ : স্নানের পর ছেলেমেয়েরা সোহরাই (বাঁধনা) পরবকে জিজ্ঞেস করছে, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? উত্তরে সোহরাই বলছে, মাঠের মধ্যে ছিলাম মা লক্ষ্মীর সঙ্গে। পৌষ মাসে মা লক্ষ্মী উঠে আসছেন, আমিও মা লক্ষ্মীর সঙ্গে আস্তে আস্তে উঠে এলাম।

দেন গ নাইয়োগ সুনম
সিন্দুর দেন গ নাইয়ো
ধূপের ধোয়া।
দেন গ নাইয়ো বংগা ভোগটা,
বংগাগে আসনুম সিন্দুর
বাংলাগা আ ধূপের ধোয়া।
মড়ে গাণ্ডা বাড়ে সাকাম
মড়ে গাণ্ডা পিঠা চিহিল চিহিল,
আরদা বাটী হাঁড়ি নায়োতা
বোন বংগা ভোগদ।

বঙ্গানুবাদ : এবার মায়ের বড় ছেলে পুজো করার জন্য মার কাছে পুজোর ভোগ চাইছে। মা বলছেন, লাগবে না। তেল সিঁদুর ধূপ আছে। পাঁচটা বট পাতা, পাঁচটা রুটি, এক বাটী টাটকা মদ এবং এক ঘটি জল—এই হচ্ছে আজকের দিনের পুজোর ভোগ। মা আরো বলছেন—

বংগা ভোগ সিপিঞ কাতে দারাহারা চাতম,
অড়ারে বলও এমে যা বাবু
পরুব না থাই সানকোনা।
বেংগেদ মে লিকান গড় হন গাড় মেনা।
আথারে থারে
বংগা বুরুকো দুড়ুপ আকানা।

বঙ্গানুবাদ : দেবতার ভোগের জিনিসগুলি হাতে করে তুমি ওই 'দারাহারে' ঘরের ভেতর যাও এবং সেখান থেকে পূর্ব ঈশান কোণের দিকে তাকাও ; দেখতে পাবে সুন্দর ঠাকুর ঘর এবং 'দারাহারা' ঘরে সমস্ত দেবতা সারে সারে বসে আছেন।

পুজোর নিয়ম সম্পর্কে মা বলছেন—

মড়ে গাণ্ডা বাড়ে সাকাম রে
মড়ে গাণ্ডা পিঠে ;
সাজাতমে।
আর দা বাটী হাঁড়ি
বাবু চড়র হাটিঞমে।
এতম কঁয়ে চিমোড়া কোম তালারেদ
সেয়া জোহারমে।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন

—মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং এই রাজ্যের সচেতন, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমুখী জনসাধারণের কাছে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে আবেদন জানিয়েছেন এবং সংস্কৃতির নামে সকল সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ—

"ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ও উৎকর্ষের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু দেশের মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ যেমন অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতিকে অবরুদ্ধ করতে চাইছেন, তেমনই সাংস্কৃতিক জগতকেও তাঁরা এক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরিয়ে তুলতে চাইছেন। দেশের চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রই সচেতন আছেন যে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে—যেমন চলচ্চিত্র, নাটক, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে—বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি সাধারণ মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শনের নামে যে কার্যাবলী সংগঠিত হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই খুন-জখম, অপরাধ প্রবণতা, অশ্লীলতা, বিকৃত মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের সুসংগঠিত প্রচার চলেছে। সমাজ-জীবনে এই বিকৃত সাংস্কৃতিক প্রচারের ফলাফল মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী—বিশেষ করে যুব সমাজের নৈতিক জীবনের ওপর।"

"কোনো দায়িত্বশীল সরকার সাংস্কৃতিক জগতের এই বিষাক্ত আবহাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। আমরা পশ্চিমবাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং এই রাজ্যের সচেতন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিমুখী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাই—*আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন এবং সংস্কৃতির নামে এই সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে প্রতিহত করার জন্য উদ্যোগী হোন।*"

* *অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।*
* *আপনি একজন যুবক, পচা-গলা সংস্কৃতিতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন না॥*

[জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত]

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারী—আজ বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিরজাপুর ডি পি স্কুল। ৩ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় গ্রুপ এ-তে নবম শ্রেণীর ছাত্রী নাজমা বেগম। ৪ ফেব্রুয়ারী মহকুমা স্কুল স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জ জাগৃতি সংঘ ও নাট্য সংস্থার পরিচালনায় ত্রিপুরেশ্বর দত্ত স্মৃতি শীল্ড ও তারাপ্রসন্ন স্মৃতি কাপ ভলিবল ফাইন্যালে গত ৫ ফেব্রুয়ারী ছোটকালিয়া ভলি টিম ৩—০ গেমে জোতকমল স্পোরটিং ক্লাবকে পরাজিত করে।

আদিবাসী সাঁওতালদের জাতীয় উৎসব সোহরাই

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বঙ্গানুবাদ : (এখানে) পাঁকটাকে পাঁচ গণ্ডা বলা হচ্ছে। ওই পাঁচটা বটের পাতাকে সারিবদ্ধভাবে সাজাও এবং তাদের প্রত্যেকটিতে একটা করে রুটি রাখ। আর ওই যে এক বাটী মদ দেখছ, ওই মদ নিয়ে ঠিক ওই রুটির সামনে সামনে একটু একটু করে ঢাল। গঙ্গার জল দিয়ে ডান দিক এবং বাম দিক থেকে আরতি করে ভালো করে প্রণাম কর এবং 'বার মাসের মত' বলে উঠে এস।

দ্বিতীয় দিনের পূজো অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। এর পর মেয়ে-জামাই এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণের পালা। নিমন্ত্রণ করা হয় এই বলে :

তিহিঞ পেড়া তা হনমেসে
তিহিঞ জোয়া দাকা।
গাপা পেড়া তাহেনমেসে
গাপাজেল দাকা।
দিনগে পেড়া তাহেনমেসে
দিনগে রাসে উতু।

বঙ্গানুবাদ :

কুটুম তুমি থাক আজ
খাওয়াবো দুধ-ভাত।
মাংস রেঁধে খাওয়াবো কাল
ফুরিয়ে গেলে রাত।
চিরদিনের সঙ্গী হলো
ঠাণ্ডা ঝোল-ভাত।

(অবশিষ্টাংশ আগামী সংখ্যায়)

রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ, ২৯ জানুয়ারী – স্থানীয় ডি এন কলেজে মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির উদ্যোগে আজ একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শিল্পপতি ও ও শিক্ষানুরাগী অনিল দাস। সম্মেলনে ১৯৭৫ সাল থেকে হিন্দীর বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়।

মিঞাপুরে ধরপাকড়

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে মিঞাপুরে পাপ ব্যবসায়ে জনমনে ভীতির সংবাদ প্রকাশের একদিন পর রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ মিঞাপুর থেকে ৩ জন মহিলা ও ২ জন পুরুষকে আটক করে। এদের মধ্যে দু'জন মহিলা ও দু'জন পুরুষ সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয় এবং একজন মহিলাকে চালান দেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

ছিনতাই : রবিবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয় সম্পাদক সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জি রঘুনাথগঞ্জ থেকে মিরজাপুর ফেরার পথে আজের উপরে একদল ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন। তারা তাঁকে মারধোর করে র‍্যাপার ছিনিয়ে নেয় বলে প্রকাশ।

সাগরদীঘি থানার যুগর মোড়ে ৫ ফেব্রুয়ারী বাবর আলি নামে হরহরির জনৈক গ্রামবাসীর সাইকেল ও কিছু নগদ টাকা একদল ছিনতাইকারী ছিনিয়ে নেয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারী রাত্রে জাতীয় সড়ক বিভাগের কর্মী উদয় মুখারজি রঘুনাথগঞ্জ শহরে মোটর সাইকেল চাপা দিয়ে একটি গরুর মৃত্যু ঘটিয়ে জরিমানা দেন বলে জানা যায়।

সাংস্কৃতিক মেলা মারচে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা সাংস্কৃতিক মেলা ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে মারচ মাসের শেষ নাগাদ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারী—জরুর গ্রামের প্রতাপ রায়ের (বামবাবু) খড়ের কুঁড়ে গত সোমবার আগুন লেগে কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি হয়। দু'দিন পর ওই আগুন নেভে বলে জানা যায়।

পি এস ইউ কমিটি বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অরঙ্গাবাদ পি এস ইউ কমিটি বাতিল করা হয়েছে বলে পি এস ইউ-র মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক জানিয়েছেন।

যুব ফেডারেশন সম্মেলন : রঘুনাথগঞ্জ পাঠশালায় গত সপ্তাহে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রঘুনাথগঞ্জ শাখার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সত্যব্রত রায় ও সুশান্ত পাণ্ডে।

অরঙ্গাবাদে আইনমন্ত্রী : রাজ্য আইনমন্ত্রী হাসিম আবদুল হালিম গত বুধবার অরঙ্গাবাদে সি পি এম-এর এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি জনগণকে বামফ্রন্ট সরকারের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানান।

সাগরদীঘিতে কারামন্ত্রী : ৫ ফেব্রুয়ারী রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আর এস পি-র এক কর্মী সভায় মিলিত হন। কো-এডুকেশন বাতিলের দাবিতে তাঁকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

অপয়া স্কুটার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি ময়দানে স্কুটার দুর্ঘটনায় ৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুরের সেকেণ্ড অফিসার শান্তিগোপাল দত্ত জখম হয়েছেন। তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্কুটারটি সুতীর এম এল এ মহঃ সোহরাবের। এই নিয়ে মোট চার বার স্কুটারটি দুর্ঘটনা ঘটালো। প্রথম দুর্ঘটনায় আহত হন, মহঃ সোহরাব নিজে, দ্বিতীয় বার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের পঞ্চায়েত অফিসার, তৃতীয় দফায় রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং সবশেষে সেকেণ্ড অফিসার। অপয়া স্কুটারটি এবার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন :—

গান্ধী স্মারক নিধি

(খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ বাজারপাড়া

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

১৫৭/৭৭

বাদী—বীরখম্বা গ্রামের সর্ব্বসাধারণের পক্ষে শ্রীপঞ্চানন রায়

বিবাদী—সন্ন্যাসী মাঝি দিং

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যায় যে থানা রঘুনাথগঞ্জ অধীন বীরখম্বা মৌজার ৪২৮ নং দাগের পূর্বাংশের উপর দিয়া ৮ হাত প্রস্থ এক রাস্তার দাবীতে উপরোক্ত বাদী উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যে কেহ পক্ষভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে পারেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। উক্ত মোকর্দ্দমা উক্ত বাদী দেঃ কাঃ বিঃ আইনের অরডার ১ রুল ৮ মতে স্থাপিত করিয়াছেন। ধার্য্য দিন ২২।২।৭৮

By Order of the Court,
Sd/- M. Mazumdar,
Sheristadar,
Munsif 1st Court, Jangipur

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সুবর্ণ সুযোগ

কির্লোসকার, উষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যত্নের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

বল্লালপুরে দুটি সেতু মঞ্জুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইতিমধ্যে সারভে এবং প্ল্যানিং এর কাজ শুরু করা হয়েছে এবং এ বছরের শেষ নাগাদ সেতু তৈরীর কাজ আরম্ভ করা হবে বলে বিভাগীয় সংস্থা থেকে জানানো হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে সেতু দুটি তৈরী করতে খরচ পড়বে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। সবটাই দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। জাতীয় সড়ক তৈরী হওয়ার পর দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহানায় সাগরদীঘি থানার মোরগ্রামে সেতু তৈরীর কাজ আটকে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করে আসছিলেন খরচের দায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপানোর।

ডাইভারসান রোডের বল্লালপুরেও রেললাইনের ওপর একটি সেতুর প্রয়োজন থাকায় তা মঞ্জুর করা হয়েছে। জাতীয় সড়ককে সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর থেকে ডাইভারট করে ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলে এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সড়কটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু চালু করা সম্ভব হয়নি বাসুদেবপুর, চসকাপুর ও চাচণ্ডা মৌজার ১৪ট পরিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮০% নিয়ে নেওয়ার পরও ৪ মাইলের মধ্যে ৮০০ ফিট জায়গা না ছেড়ে দেওয়ায়। এ ব্যাপারে জাতীয় সড়ক বিভাগকে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওরা উঠে গেলেই কাজ শেষ করে রাস্তাটি চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। রাস্তাটি সত্বর চালু না হলে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।

সাংবাদিক প্রহৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বাসের মনিগ্রাম অঞ্চলের প্রতিনিধি অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'অনাহারে মৃত্যু' শীর্ষক কয়েকটি সংবাদের জন্য তাঁকে (কমলবাবুকে) গালিগালাজ করেন, বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার এবং গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকী দেন এবং মারধোর করেন।

বি ডি ও-র মর্জি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, এলাকার কংগ্রেসী এম এল এ ওই দিনের সভায় উপস্থিত না থাকায় বিডিও তালিকায় সই করতে অস্বীকার করেন। উপস্থিত সদস্যরা এ ব্যাপারে সরকারী নির্দ্দেশনামা দেখাতে চাইলে তিনি অপারগ হন। সদস্যরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইলে বিডিও তাঁদের জানান যে, সদস্যরা একমত হলেও তিনি এককভাবে যে কোন প্রস্তাব নামঞ্জুর করতে পারেন। তাঁর এই যুক্তির পক্ষেও তিনি কোন সরকারী নির্দ্দেশ সদস্যদের দেখাতে পারেননি। সি পি এম-এর পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অচলাবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া যায় না। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের লোকও তিন মাস আগে চলে যাওয়ার পর সেখানে নতুন লোক আসেননি। দেখভালের অভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারদিক আবর্জনায় ভর্তি হয়ে অস্বাস্থ্যকর হয়েছে।

এজেন্ট আবশ্যক

নিজ নিজ এলেকায় কাজ করার জন্য পুরুষ ও মহিলা এজেন্ট আবশ্যক। বেতন ৩০০ তিন শত টাকা এবং কমিশন ও রাহা খরচ অতিরিক্ত দেওয়া হবে।

যোগ্যতা—প্রার্থীদের অবশ্যই কমপক্ষে ম্যাট্রিক পাস অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী পাস হওয়া চাই। বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দরখাস্ত—কেবলমাত্র ইংরাজি অথবা হিন্দী ভাষায় পাঠাতে হবে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে।

ঠিকানা ঃ—

GWALIOR TEXTILES
38-B, Majlis Park
Delhi– 110033.

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।